Contents

ইক্বামতে দ্বীন :
পথ ও পদ্ধতি
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
North America
South America
Australia
Africa
Europe

ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১৯
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

إقامة الدين : طريقها و أسلوبها

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر: حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
মুহাররম ১৪২৫ হি./ফাল্গুন ১৪১০ বাং/মার্চ ২০০৪ খ্রি.

২য় সংস্করণ
যুলহিজ্জাহ ১৪৩৭ হি./ভাদ্র ১৪২৩ বাং/সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র

IQAMAT-I-DEEN : PATH O PADDHATI (Establishment of Islam : Way & Procedure. 2nd edition) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph. & Fax : 88-0721-861365. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

‘ইক্বামতে দ্বীন’ অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। অর্থাৎ মুমিনের সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্ব কায়েম করা। যা দু‘ভাবে হয়ে থাকে। ১. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সমূহের যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। ২. আল্লাহ বিরোধী সকল প্রকার জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকার মাধ্যমে। আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার তথা ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ যার সার্বক্ষণিক নীতি হিসাবে অনুসৃত হয় *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। যোগ্য আমীরের অধীনে নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীর জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে *(নিসা ৪/৫৯; ছফ ৬১/৪)*। এভাবেই আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে মানব জাতির উপরে সাক্ষ্যদাতা ‘মধ্যপন্থী উম্মত’ হিসাবে সম্মানিত করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*।

বিগত সকল নবী এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসৃত উপরোক্ত নীতিই হ’ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। উক্ত চিরন্তন নীতির বাইরে গিয়ে ইসলামের প্রথম যুগে চরমপন্থী খারেজী ও শী‘আ দল এবং তাদের বিপরীতে শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া দল ভ্রান্ত পথের সূচনা করে। পরবর্তীতে তাদেরই অনুসরণে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে নানাবিধ দল ও উপদল সৃষ্টি হয়েছে। শেষোক্ত দলটি চরম শৈথিল্য দেখিয়ে বৈষয়িক জীবনে প্রবৃত্তি পূজারী হয়েছে এবং ইসলামকে ছেড়ে নানা বিজাতীয় কুফরী মতবাদ কবুল করেছে। অন্যদিকে চরমপন্থী দলটি দ্রুত ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখেছে এবং সেটাকেই ‘বড় ইবাদত’ মনে করেছে। বর্তমানে যার প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী দেখা যাচ্ছে। এটি পারস্পরিক ক্রিয়া ও

প্রতিক্রিয়ার কারণে হ'তে পারে। অথবা 'ইক্বামতে দ্বীন' সম্পর্কে অজ্ঞতা ও স্বচ্ছ ধারণার অভাবের কারণে হ'তে পারে।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই উপরোক্ত দুই পরস্পর বিরোধী নীতির বাইরে সর্বদা মধ্যপন্থী নীতির অনুসরণ করে এসেছেন 'আহলুল হাদীছ' বিদ্বানগণ। তাঁরা মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ভ্রান্ত পথ ছেড়ে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ একই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁরা উক্ত লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

আলোচ্য 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইটি মূলতঃ দু'টি নিবন্ধের সমষ্টি। প্রথমটি এদেশে জঙ্গীবাদ মাথা চাড়া দেওয়ার শুরুতে মাসিক 'আত-তাহরীক' ১৯৯৮ সালের (২/২) নভেম্বর সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি ২০০৩ সালের (৬/১০) জুলাই সংখ্যায় 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ২০০৪ সালের মার্চ মাসে দু'টি দরস মিলিতভাবে একটি বই আকারে ১ম সংস্করণ বের হয়। বর্তমান ২য় সংস্করণে যাতে খুব সামান্যই সংশোধনী এসেছে।

সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এই বইটিই দেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের আক্বীদা ও আমলে ইসলামের সঠিক রূপ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত ব্যালট ও বুলেট কোন পদ্ধতিতেই সমাজে প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এ বইয়ের মাধ্যমে বহু পথহারা মানুষ ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে *ইনশাআল্লাহ*।

পরিশেষে আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা। অতঃপর তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের প্রতি রইল অসংখ্য দরূদ ও সালাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী
৩রা সেপ্টেম্বর ২০১৬ শনিবার।

বিনীত-
লেখক।

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রথম ভাগ

ইক্বামতে দ্বীন*

(الجزء الأول : إقامة الدين)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ–

অনুবাদ : 'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক, তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়' *(শূরা ৪২/১৩)*।

ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ (إقامة الدين اى إقامة التوحيد) :

শাব্দিক ব্যাখ্যা : (১) আক্বীমুদ্দীনা অর্থ : 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর'। أَقَامَ يُقِيْمُ إِقَامَةً অর্থ- দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। باب إفعال থেকে أمـــر حاضر معروف বহুবচনে أَقِيْمُـــوْا 'তোমরা দাঁড় করাও বা প্রতিষ্ঠিত কর'।

দ্বীন (دِيْـــنٌ) অর্থ : 'তাওহীদ এবং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ'। এর আরও অনেকগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন : হিসাব-নিকাশ, আত্মসমর্পণ, মিল্লাত, আদত, হালত, সীরাত, অধিকার, শক্তি, শাসন, নির্দেশ, ফায়ছালা, আনুগত্য, পরহেযগারী, বদলা, বিজয়, গ্লানি, গোনাহ, যবরদস্তি, বাধ্যতা, অবাধ্যতা ইত্যাদি।[১] অত্র আয়াতে 'দ্বীন' অর্থ হ'ল تَوْحِيدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ 'আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর প্রতি আনুগত্য'।[২]

---

* মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৮ 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত।

১. আল-মুনজিদ, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব।

২. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উক্ত আয়াত।

(২) অলা তাতাফার্রাকূ ফীহি অর্থ- 'তোমরা এর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না'। অর্থাৎ 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ো না'।

ব্যাখ্যা : প্রথমেই দু'টি 'মুতাশা-বিহ' আয়াত সহ সর্বমোট ৫০টি আয়াত সমৃদ্ধ এই মাক্কী সূরাটিতে অন্যান্য মাক্কী সূরার ন্যায় মূলতঃ আক্বীদা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত ইক্বামতে দ্বীন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিই হ'ল অত্র সূরার মুখ্য বিষয়। অন্য সকল আলোচনা এই মুখ্য বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মক্কাবাসী তথা দুনিয়াব্যাপী মুশরিক সমাজকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু আল্লাহ নির্ধারিত করেছেন সেই দ্বীন, যা তিনি নির্ধারিত করেছিলেন দুনিয়ার প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ)-এর জন্য। অতঃপর শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য। আর সেটা হ'ল 'এককভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা'(هُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ)।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ 'আর আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২১/২৫)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, : وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ 'নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মায়েরা পৃথক। কিন্তু সকলের দ্বীন এক'।[৩]

অর্থাৎ তাওহীদ-এর মূল বিষয়ে আমরা সবাই এক। যদিও শরী'আত তথা ব্যবহারিক বিধি-বিধান সমূহে আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমরা পৃথক পৃথক বিধান ও রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ

৩. বুখারী হা/৩৪৪৩; মুসলিম হা/২৩৬৫; মিশকাত হা/৫৭২২ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়।

করেছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*। অতএব নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর অভিন্ন দ্বীন অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত এবং ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি মৌলিক আক্বীদা ও ইবাদত সমূহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অত্র আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং সাথে সাথে এই সব মৌলিক বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ ও দলাদলি না করার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ বলেন, তাওহীদের মূল আহ্বানের দিকে ফিরে আসা মক্কার মুশরিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। যদিও তারা নিজেদেরকে ইবরাহীমী দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করত। যেমন বলা হয়েছে যে, নবুঅত লাভের পূর্বে كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কওমের দ্বীনের উপরে কায়েম ছিলেন'। অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দ্বীনের উত্তরাধিকার হিসাবে তাদের মধ্যে হজ্জ-ওমরাহ, বিবাহ-তালাক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতি সমূহ চালু ছিল। মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হি.) বলেন, وأما التَّوْحيدُ فإنهم كانوا قد بَدَّلُوه، والنبي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يَكن إلا عليه 'কিন্তু তাওহীদকে তারা বদলে ফেলেছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদের মূল দাবীর উপরে অটল ছিলেন'।[8]

তাওহীদ বিশ্বাসে পরিবর্তন : সে যুগে (تبديل عقيدة التوحيد فى الزمان السابق)

মক্কার নেতারা তাওহীদের কোন্ অংশ বদলে ফেলেছিল? তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করত। তারা আখেরাত ও ক্বিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল।

---

৪. ফীরোযাবাদী মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ, আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব (বৈরূত : মুওয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬/১৯৮৬) ১৫৪৬ পৃ.। ফীরোযাবাদী এখানে : وفِي الحديث 'হাদীছে আছে' বলেছেন। কিন্তু আমরা উক্ত মর্মে কোন হাদীছ খুঁজে পাইনি। ইবনু হিব্বান উক্ত দাবীকে الخبر المدحض বা 'বাতিল খবর' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দ্র. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬২৭২ সনদ হাসান ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان على دين قومه قبل أن يوحى إليه অনুচ্ছেদ।

তাহ'লে কোন্ সে কারণ ছিল যেজন্য তারা 'মুশরিক' বলে অভিহিত হ'ল? তাদের রক্ত হালাল বলে সাব্যস্ত হ'ল? এর একটিই মাত্র জওয়াব এই যে, তারা আল্লাহকে 'খালেক্ব' ও 'রব' হিসাবে মেনে নিলেও তাঁর নাযিলকৃত হালাল-হারাম ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধি-বিধান সমূহ মানেনি। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-কে 'হক' জেনেও অহংকার বশে তারা তাঁকে মানতে পারেনি। বরং সহিংস বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তারা অন্যকে শরীক করেছিল। তাদের মৃত পূর্বসূরীদের মূর্তি বানিয়ে পবিত্র কা'বা গৃহে স্থাপন করেছিল ও তাদের অসীলায় ও সুফারিশে পরকালে মুক্তি পাওয়ার মিথ্যা ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে আল্লাহকে খুশী করার পরিবর্তে তারা ঐসব মূর্তিকে খুশী করার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করত। নযর-নিয়ায ও মানতের ঢল নামিয়ে দিত। অন্যদিকে সূদ-ঘুষ, মদ্যপান, নারী নির্যাতন মহামারীর রূপ ধারণ করেছিল। এক কথায় 'তাওহীদে রুবূবিয়াত'কে তারা মেনে নিলেও 'তাওহীদে ইবাদত' এবং 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত'-কে তারা মানেনি। এভাবে তারা মূল তাওহীদকেই বদলে ফেলেছিল।

তাওহীদ বিশ্বাসে পরিবর্তন : এ যুগে (تبديل عقيدة التوحيد فى الزمان الحاضر)

এ যুগের মুসলিমরা নামের দিক দিয়ে মক্কার নেতাদের ন্যায় আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্ত্বালিব, আবু ত্বালিব হ'লেও প্রবৃত্তিপূজার কারণে এবং দুনিয়াবী স্বার্থে আল্লাহ্র নাযিলকৃত হারাম-হালাল ও অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক বিধান সমূহ মানেনা। প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও বাস্তবে তারা এসবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত সূদ ও সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি তথা জুয়া-লটারী-মুনাফাখোরীকে তারা আইনের মাধ্যমে চালু রেখেছে। পতিতাবৃত্তির মত হারাম ও জঘন্য প্রথাকে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর-ভিসিপির সাহায্যে ব্লু ফিল্ম, রাস্তাঘাটে, পত্র-পত্রিকায় সর্বত্র নগ্ন ছবি ও পর্ণো সাহিত্যের ছড়াছড়ির মাধ্যমে যৌন সুড়সুড়ি দিয়ে যেনা-ব্যভিচারকে ব্যাপক রূপ দিয়েছে। নারী নির্যাতন আজ আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। জাহেলী যুগের গোত্রীয় রাজনীতি আজকের যুগে গণতন্ত্রের নামে হিংসা ও প্রতিহিংসার দলবাজী রাজনীতিতে রূপ নিয়েছে। দলীয় স্বার্থে আইন ও ন্যায়বিচার এমনকি দেশের জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইবাদতের নামে চালু হয়েছে অগণিত শিরক ও বিদ‘আতী প্রথা। জাহেলী যুগের মূর্তিপূজার বদলে চালু হয়েছে কবরপূজার শিরকী প্রথা। সে যুগের মুশরিকরা প্রাণহীন মূর্তির অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত। এ যুগের মুসলিমরা মৃত পীরের অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করে। সম্মান প্রদর্শনের নামে মূর্তির বদলে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হচ্ছে। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, মঙ্গলঘট, মঙ্গল প্রদীপ ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্নিউপাসক ও হিন্দুয়ানী শিরক সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা হয়েছে। জাহেলী আরবের জঘন্য ‘হীলা’ প্রথা আজও ‘মাযহাবে’র দোহাই দিয়ে মুসলিম সমাজে চালু রাখা হয়েছে এবং এর ফলে অসংখ্য নারীর ইযযত নিয়ে ধর্মের নামে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। অনেক মা-বোন লজ্জায় ও গ্লানিতে আত্মহত্যা করছেন। অথচ ধর্মের (?) ও তথাকথিত ধর্মনেতাদের ভয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছেন না। ভারতীয় হিন্দু ও পারসিক অগ্নি উপাসকদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শন আজকের ছূফী নামধারী মারেফতী পীর-ফকীরদের মাধ্যমে জোরেশোরে প্রচারিত হচ্ছে ও তাদের খপ্পরে পড়ে সরলসিধা অসংখ্য ঈমানদার মুসলমান দৈনিক নিজেদের ঈমান খোয়াচ্ছেন।

সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টির পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে ‘যত কল্লা তত আল্লাহ’ শিখানো হচ্ছে। ‘আউলিয়ারা মরেন না’ ‘পীরের অসীলা ব্যতীত মুক্তি নেই’। এইসব ধোঁকা দিয়ে মানুষকে মানুষ পূজায় ও কবরপূজায় প্ররোচিত করা হচ্ছে। ফলে কবর ও ওরসের ব্যবসা দিন দিন ফুলে-ফেঁপে উঠছে। কিন্তু দুখী মানুষকে দেখার কেউ নেই। ছালাতে আল্লাহ্র কাছে কাঁদার লোক নেই। অথচ তথাকথিত মারেফতের মজলিসে ফানাফিল্লাহ-বাক্বাবিল্লাহ্র নামে মানুষ কেঁদে বেহুঁশ হচ্ছে। অন্যদিকে একদল লোক ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ক্ষমতাসীনদের হত্যা করতে পারলেই জান্নাত লাভের সুড়সুড়ি দিয়ে তরুণদের ‘জঙ্গী’ ও আত্মঘাতী বানাচ্ছে।

তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ও তার বিপরীতে অদৃষ্টবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে যে রাসূল (ছাঃ) কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন, সেই জাহেলী যুগের কুফরী দর্শন ইসলামের নামে এদেশের রেডিও-টিভিতে এবং অন্যত্র সমানে প্রচার করা হচ্ছে ও মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন ‘পুতুল’ বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এভাবে ধর্মের নামে ও রাজনীতির নামে আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনের বিরুদ্ধে আজ শতমুখী ষড়যন্ত্র চলছে। অতএব এ মুহূর্তে দ্বীনকে শিরক ও বিদ‘আত হ’তে

মুক্ত করে তার আসল ও নির্ভেজাল আদি রূপে প্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল বড় জিহাদ এবং এটাই হ'ল প্রকৃত মুমিনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। যা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নূহ (আঃ) হ'তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এটাই হ'ল 'ইক্বামতে দ্বীন'-এর প্রকৃত তাৎপর্য।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন, كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 'যেদিকে তুমি ওদেরকে আহ্বান কর, সে বিষয়টি মুশরিকদের উপর অত্যন্ত ভারী বোধ হয়'। অর্থাৎ পূর্ণরূপে তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জন মুশরিকদের জন্য খুবই কঠিন বিষয়। কারণ শিরক ও বিদ'আতের মধ্যেই তাদের রুটি-রুযি ও সামগ্রিক দুনিয়াবী স্বার্থ জড়িত। এই সব স্বার্থ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ঐসকল ব্যক্তিই আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন করেন ঐ ব্যক্তিকে যে প্রণত হয়'। আর তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার।

এক্ষণে আমরা দেখব, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় উম্মতের সেরা মনীষী ও বিদ্বানগণ কে কি বলেছেন।-

'ইক্বামতে দ্বীন'-এর অর্থ : মুফাসসিরগণের দৃষ্টিতে

(معنى إقامة الدين عند المفسرين)

১. রঈসুল মুফাসসিরীন খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস *রাযিয়াল্লাহু 'আনহু* (মৃ. ৬৮ হি.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ এখানে সকল নবীকে বলছেন যে, أَقِيْمُوا الدِّيْنَ أى اتَّفِقُوْا فِى الدِّيْنِ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اى لاَ تَخْتَلِفُوا فِي الدِّيْنِ– 'তোমরা সবাই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর' অর্থাৎ 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাক এবং এ ব্যাপারে মতভেদ করো না'। এর পূর্বে তিনি বলেন, 'দ্বীন' হ'ল 'ইসলাম' الدِّينُ اى (دِيْنُ الإِسْلاَمُ; *তাফসীর ইবনে আব্বাস)*।

২. ইবনু জারীর ত্বাবারী (২২৪-৩১০ হি.) বলেন, সকল নবীকে আল্লাহ পাক যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেটা ছিল দ্বীনে হক-এর প্রতিষ্ঠা। অতঃপর

তিনি তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, مَا اَوْصَاكَ بِـــهِ وَاَنْبِيَاءَهُ كُلَّهُمْ دِيْنٌ وَاحِدٌ 'আল্লাহ আপনাকে ও তাঁর অন্য নবীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল দ্বীনই এক'। অতঃপর তিনি ক্বাতাদাহ-এর উদ্ধৃতি পেশ করেন بِتَحْلِيْلِ الْحَلاَلِ وَتَحْرِيْمِ الْحَرَامِ 'হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম' গণ্য করার মাধ্যমে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর' *(তাফসীর ত্বাবারী)*।

৩. কুরআনের যুগশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ইমাম হাসান বিন মুহাম্মাদ নিশাপুরী (মৃ. ৪০৬ হি.) বলেন,

إِقَامَةُ الدِّيْنِ يَعْنِىْ إِقَامَةُ اُصُوْلِهِ مِنَ التَّوْحِيْدِ وَالنُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ وَنَحْوُ ذَلِكَ دُوْنَ الْفُرُوْعِ الَّتِىْ تَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الْاَوْقَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : لِكُلٍّ جَعَلْنَـــا مِـــنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا-

'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ দ্বীনের উছূল বা মূলনীতি সমূহ প্রতিষ্ঠিত করা। যেমন তাওহীদ, নবুঅত, আখেরাত বিশ্বাস বা অনুরূপ বিষয় সমূহ'। শাখা-প্রশাখা সমূহ নয়, যা সময়ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য আমরা পৃথক পৃথক বিধি-বিধান ও কর্মপদ্ধতি সমূহ নির্ধারিত করেছি' *(মায়েদাহ ৫/৪৮; তাফসীর ত্বাবারীর হাশিয়া)*।

৪. ইমাম মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হি.) সুদ্দী-র উদ্ধৃতি পেশ করেন, اِعْمَلُوْا بِهِ 'দ্বীন অনুযায়ী আমল কর'। অতঃপর তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, دِيْنُ اللهِ فِىْ طَاعَتِـــهِ وَتَوْحِيْـــدِهِ وَاحِـــدٌ 'আল্লাহ্র দ্বীন তাঁর আনুগত্যে ও একত্বে একই'। অতঃপর নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা পেশ করে বলেন, جَاهِدُوْا عَلَيْهِ مَنْ عَانَدَهُ 'আল্লাহ্র দ্বীনের উপর জিহাদ কর যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে' *(তাফসীরুল মাওয়ার্দী)*।

৫. আল্লামা যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) বলেন, المراد : إقامة دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته، والإيمان برسله وكتبه، وبيوم الجزاء، وسائر ما يكون الرجل بإقامته مـــسلما- 'এর অর্থ হ'ল, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।

আর তা হ'ল আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য। আর বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁর রাসূলগণের উপর, কিতাব সমূহের উপর, হিসাব দিবসের উপর এবং একজন ব্যক্তি মুসলিম হিসাবে যা প্রতিষ্ঠা করবে, সবকিছুর উপর' *(তাফসীরুল কাশশাফ)*।

৬. ইমাম রাযী (৫৪৪-৬০৬ হি.) বলেন, أَمَرَ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِإِقَامَةِ الدِّينِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يُفْضِي إِلَى التَّفَرُّقِ- 'আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন এমনভাবে, যেন তা বিভক্তির দিকে না নিয়ে যায়' *(তাফসীরুল কাবীর)*।

৭. ইমাম কুরতুবী (৬১০-৬৭১ হি.) বলেন, وَهُوَ تَوْحِيدُ اللهِ وَطَاعَتُهُ، وَالْإِيمَانُ بِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَبِيَوْمِ الْجَزَاءِ، وَبِسَائِرِ مَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِإِقَامَتِهِ مُسْلِمًا- 'দ্বীন কায়েম করা' অর্থ হ'ল : আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর আনুগত্য। আর ঈমান আনয়ন করা তাঁর রাসূলগণের উপর, কিতাব সমূহের উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর এবং একজন মানুষকে মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব বিষয় প্রয়োজন সবকিছুর উপর' *(তাফসীরুল কুরতুবী)*।

৮. ইমাম বায়যাভী (মৃ. ৬৮৫ হি.) বলেন, هوالْإِيْمَانُ بِمَا يَجِبُ تَصْدِيْقُهُ فِيْ اَحْكَامِ اللهِ وَالطَّاعَةُ 'দ্বীন অর্থ যেসবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব, সেসবের উপর ঈমান আনা এবং আল্লাহ্র বিধান সমূহের আনুগত্য করা' *(তাফসীরুল বায়যাভী)*।

৯. হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪ হি.) বলেন, اَلدِّيْنُ الَّذِيْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ كُلُّهُمْ هُوَ : عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمْ وَمَنَاهِجُهُمْ- 'ঐ দ্বীন যা নিয়ে সকল রাসূল আগমন করেছিলেন। তা হ'ল একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। যদিও তাঁদের শরী'আত ও কর্মপদ্ধতি সমূহ পৃথক ছিল' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

১০. তাফসীরে জালালায়েন-এর অন্যতম লেখক জালালুদ্দীন মাহাল্লী (৭৯১-৮৬৪ হি.) বলেন, هُوَ التَّوْحِيْدُ 'সেটা হ'ল 'তাওহীদ' *(তাফসীরুল জালালায়েন)*।

১১. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আবুস সাঊদ (৯৮২ হি.) বলেন, أي دين الإسلامِ الذي هو توحيدُ الله تعالى وطاعتُه والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاءِ وسائرِ ما يكونُ الرجلُ بهِ مُؤمناً والمرادُ بإقامتِه تعديلُ أركانِه وحفظُه منْ أنْ يقعَ فيه زيف– ‘দ্বীন অর্থ দ্বীন ইসলাম। আর তা হ’ল আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁর আনুগত্য। আর বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁর কিতাব সমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, হিসাব দিবসের উপর এবং ঐ সকল বিষয়ের উপর, যা একজন ব্যক্তির মুমিন হওয়ার জন্য প্রয়োজন। আর ‘ইক্বামতে দ্বীন’ অর্থ দ্বীনের রুকন সমূহ সুষম করা এবং তাকে সকল প্রকার কালিমা হ’তে হেফাযত করা’ *(তাফসীর আবুস সাঊদ)*।

১২. ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হি.) বলেন, أَيْ تَوْحِيْدُ اللهِ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَطَاعَةُ رُسُلِهِ وَقُبُوْلُ شَرَائِعِهِ ‘তা হ’ল আল্লাহ্র একত্ব ও তাঁর উপরে ঈমান আনা, তাঁর রাসূলগণের উপরে ঈমান আনা ও আল্লাহ্র বিধি-বিধান সমূহ কবুল করা’ *(ফাৎহুল ক্বাদীর)*।

১৩. জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (১২৮৩-১৩৩২ হি.) বলেন, يعني عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم– ‘এর অর্থ, মহান আল্লাহ্র ইবাদত করা। যিনি এক ও যার কোন শরীক নেই। যদিও নবীগণের শরী‘আত ও কর্মপদ্ধতি সমূহ পৃথক হয়ে থাকে’ *(তাফসীরুল ক্বাসেমী)*।

১৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা‘দী (১৩০৭-১৩৭৬ হি.) বলেন, এর অর্থ হ’ল, أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيْمُوْا جَمِيْعَ شَرَائِعِ الدِّيْنِ أُصُوْلَهُ وَفُرُوْعَهُ، تُقِيْمُوْنَهُ بِأَنْفُسِكُمْ وَتَجْتَهِدُوْنَ فِيْ إِقَامَتِهِ عَلَى غَيْرِكُمْ..– ‘তিনি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা মূল ও শাখাসমূহ সহকারে দ্বীনের সকল বিধি-বিধান নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর এবং অপরের মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা কর। নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর। অন্যায় ও গোনাহের কাজে কাউকে সাহায্য করো না। ... আর দ্বীনের

মূলনীতির উপরে এক থাকার পর বিভিন্ন মাসায়েলের কারণে তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(তাফসীরুস সা'দী)*।

১৫. সাইয়িদ কুতুব (১৩২৪-১৩৮৫ হি./১৯০৬-১৯৬৬ খৃ.) অত্র সূরার শুরুতে সারমর্ম বর্ণনায় বলেন, সকল মাক্কী সূরার ন্যায় এ সূরাটিও আক্বীদা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে। তবে এ সূরাটিতে বিশেষভাবে অহী ও রিসালাতের বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। বরং যথার্থভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটাই হ'ল এ সূরার মুখ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় (اَلْمِحْوَرُ الرَّئِيْسِىُّ)। অতঃপর 'আক্বীমুদ্দীন'-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আমরা সূরার প্রথমে যে সারমর্ম ব্যাখ্যা করেছি, সেই হাক্বীক্বত বা সারবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এখানে নির্দেশ দান করা হয়েছে। ..... আর সেটা হ'ল 'তাওহীদের হাক্বীক্বত' (حَقِيْقَةُ التَّوْحِيْدِ; *তাফসীর ফী যিলা-লিল কুরআন)*।

'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে হুকূমত' (?)

(معنى إقامة الدين إقامة الحكومة؟)

ছাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগ হ'তে আধুনিক যুগের সেরা মুফাসসিরগণের তাফসীর উপরে পেশ করা হ'ল। যেগুলির সারমর্ম হ'ল 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে তাওহীদ' তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আমরাও সেই ব্যাখ্যা পেশ করেছি। কিন্তু বর্তমান যুগের কোন কোন রাজনৈতিক মুফাসসির এই আয়াতটির ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে 'ইক্বামতে দ্বীন' অর্থ 'ইক্বামতে হুকূমত' তথা 'হুকূমত প্রতিষ্ঠা' বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীকে যেন এ নির্দেশ দিয়েই পাঠিয়েছিলেন যে, 'তোমরা রাষ্ট্র কায়েম কর'। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে রত ওলামায়ে কেরামকে এজন্য তারা বলে থাকেন, 'আপনারা খিদমতে দ্বীনে লিপ্ত আছেন। কিন্তু ইক্বামতে দ্বীন-এর জন্য কি করছেন?' ভাবখানা এই যে, ইক্বামতে দ্বীনের অর্থই হ'ল ইসলামী হুকূমত কায়েম করা ও এজন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া এবং এর বাইরে সবকিছুই হ'ল 'খিদমতে দ্বীন'। অথচ ইসলামী হুকূমত কায়েমের জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুসলমানের উপরে অপরিহার্য দায়িত্ব। আর সেটা হ'ল ইক্বামতে দ্বীন-এর একটি অংশ। একমাত্র ইক্বামতে দ্বীন নয়। কেননা পূর্ণাঙ্গ

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অর্থই হ'ল পূর্ণাঙ্গ ইক্বামতে দ্বীন। যার অর্থ জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধান ও দাসত্বকে কবুল করা ও তা বাস্তবায়িত করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাও মুমিনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যে দায়িত্ব পালন করতে সকল মুমিন ধর্মতঃ বাধ্য। কুরআন ও হাদীছের অসংখ্য স্থানে ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ও শর্তাবলী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে এই আয়াতটিকে 'হুকূমত কায়েমের নির্দেশ' হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে প্রচারিত 'ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা বস্তু' এই মর্মের চরমপন্থী 'ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ'-এর বিপরীতে কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরে 'রাজনীতিই ধর্ম' এই মর্মের অত্র চরমপন্থী মতবাদটি ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। এই মতবাদ হুকূমত বা রাষ্ট্রক্ষমতাকেই আসল 'দ্বীন' গণ্য করে ও ইসলামের সকল ইবাদতকে উক্ত 'বড় ইবাদতে'র তথা ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী 'ট্রেনিং কোর্স' বলে মনে করে।

মাওলানা মওদূদীর ব্যাখ্যা (شرح مولانا مودودی رحــ) :

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯ খৃ.) ও তাঁর অনুসারী রাজনৈতিক দলটি উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে 'দ্বীন' অর্থ 'হুকূমত' বলেন। যেমন মাওলানা বলেন,

دین در اصل حکومت کا نام ہے- شریعت اس حکومت کا قانون ہے اور عبادت اس قانون وضابطہ کی پابندی ہے-

'দ্বীন আসলে হুকূমতের নাম। শরী'আত হ'ল ঐ হুকূমতের কানূন। আর ইবাদত হ'ল ঐ আইন ও বিধানের আনুগত্য করার নাম'।[৫]

অর্থাৎ নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী প্রেরিত হয়েছিলেন 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তাঁদের দৃষ্টিতে হুকূমত প্রতিষ্ঠাই হ'ল সবচেয়ে 'বড় ইবাদত'। যেমন তাঁরা বলেন,

اس عبادت کی حقیقت جس کے متعلق لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض نماز روزہ اور تسبیح تھلیل کا نام ہے اور دنیا کے معاملات سے اس کو کچھ سروکار نہیں، حالانکہ در اصل صوم و

৫. আবুল আ'লা মওদূদী, খুত্ববাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, ১৯৮৭) ৩২০ পৃ.।

صلاة اور حج و زكاة اور ذكر و تسبيح انسان كو اس بڑی عبادت کے لئے مستعد کرنيوالی تمرينات ہيں- (Training courses)

'উক্ত ইবাদতের তাৎপর্য যার সম্বন্ধে লোকেরা বুঝে রেখেছে যে, ওটা স্রেফ নামায-রোযা ও তাসবীহ-তাহলীলের নাম, দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অথচ প্রকৃত কথা এই যে, ছওম ও ছালাত, হজ্জ ও যাকাত, যিকর ও তাসবীহ মানুষকে উক্ত 'বড় ইবাদত' অর্থাৎ ('ইসলামী হুকূমত') প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতকারী 'ট্রেনিং কোর্স' মাত্র।[৬] সেকারণ তারা প্রায়ই বলেন, দ্বীনের খেদমত তো অনেক করলেন, এবার ইক্বামতে দ্বীন-এর জন্য কিছু করুন। অর্থাৎ তার দলের রাজনীতিতে যোগ দিন। পবিত্র কুরআনের এই ধরনের ব্যাখ্যা একটি মারাত্মক ভ্রান্তি এবং সালাফে ছালেহীনের পথ হ'তে স্পষ্ট বিচ্যুতি।[৭] যুগে যুগে এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক চিন্তাধারাই চরমপন্থী দর্শনের মূল উৎস। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে বড় পদস্খলন।

পর্যালোচনা (المراجعة) :

'দ্বীন' অর্থ 'হুকূমত' এই বিশ্বাস করলে তার জীবন রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। পক্ষান্তরে দ্বীন অর্থ 'তাওহীদ' এই বিশ্বাস করলে তার জীবন তাওহীদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। 'তাওহীদ' হ'ল মূল এবং 'হুকূমত' হ'ল পূর্ণাঙ্গ 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সহায়ক শক্তি মাত্র। সেটা কখনোই তাওহীদের জন্য শর্ত বা রুকন নয়। একজন মানুষের মুসলমান হওয়ার জন্য তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া শর্ত। হুকূমত কায়েম করা শর্ত নয়। ফলে যিনি দ্বীন অর্থ 'তাওহীদ' মনে করেন, তিনি তার জানমাল ব্যয় করবেন সার্বিক জীবনে সাধ্যপক্ষে 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠার জন্য। ইসলামী রাষ্ট্র থাক বা না থাক, এটা তার নিকটে মুখ্য বিষয় হবে না। পৃথিবীর সকল পরিবেশের ও সকল দেশের লোক তখন ইসলাম কবুল করতে উদ্বুদ্ধ হবে পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে দ্বীন অর্থ 'হুকূমত' করলে ব্যালট হৌক বা বুলেট হৌক যেকোন প্রকারে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করাই তার নিকটে

৬. আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (দিল্লী-৬ : মারকাযী মাকতাবা ইসলামী, জানুয়ারী ১৯৭৯) ১/৬৯ পৃ.।

৭. বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের 'তিনটি মতবাদ' বইটি পাঠ করুন।

‘প্রধান ইবাদত’ বলে গণ্য হবে। আর বাকী সকল কাজ তার নিকটে গৌণ মনে হবে। রাষ্ট্র কায়েম না করে মারা গেলে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সে মরবে ও নিজেকে অপূর্ণ মুসলমান ভেবে হতাশাগ্রস্ত হবে।

মূলতঃ নবীগণ দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন আত্মভোলা মানুষকে আল্লাহ্র পথে ডাকতে। তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে। মানব জাতিকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দানের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে সমাজ বিপ্লব ঘটাতে। মূলতঃ সমাজ পরিবর্তনের তুলনায় রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তন অতীব তুচ্ছ ব্যাপার। ক্ষমতার হাত বদল সমাজ বদলে অতি সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তাইতো দেখা যায়, নবীগণ রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিলেন না এবং তা পাবার জন্য লড়াইও করেননি। এমনকি একদিনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতার মালিক না হয়েও সারা বিশ্বের মানুষ তাঁদের ভক্ত অনুসারী ও সশ্রদ্ধ অনুগামী হয়েছে ও তাঁদেরকেই বিশ্বনেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে।

মুমিন তার সার্বিক জীবনে দ্বীন কায়েম করবেন। যিনি জীবনের যে শাখায় কাজ করবেন, তিনি সেখানে দ্বীনের হেদায়াত মেনে চলবেন। যিনি ব্যবসায়ী হবেন, তিনি স্বীয় ব্যবসায়ে ‘ইক্বামতে দ্বীন’ করবেন। অর্থাৎ শরী‘আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে তিনি হালাল ভাবে ব্যবসা করবেন। যিনি কর্মজীবী বা শ্রমজীবী হবেন, তিনি সঠিকভাবে তার কর্তব্য পালন করবেন ও মূল মালিক আল্লাহকে ভয় করবেন। যিনি রাজনীতি করবেন, তিনি ইসলামী পদ্ধতিতে রাজনীতি করবেন এবং শরী‘আতের বিধান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বলবৎ করার চেষ্টা করবেন। যিনি জ্ঞানী ও মনীষী হবেন, তিনি স্বীয় জ্ঞান ও মেধাকে অন্যান্য মতাদর্শের উপরে ইসলামকে বিজয়ী করার পক্ষে ব্যয় করবেন। এক কথায় মুমিন তার ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যেখানে যে পরিবেশে থাকবেন, সেখানেই সর্বদা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে কাজ করবেন ও সাধ্যপক্ষে আল্লাহ্র আইন মেনে চলবেন। মূলতঃ একেই বলে ‘ইক্বামতে দ্বীন’। আর এভাবেই ইসলাম অন্যান্য দ্বীনের উপরে বিজয় লাভ করতে পারে।

দু'টি দাওয়াত দু'টি আনুগত্যের প্রতি (الدعوتان إلى الطاعتين) :

মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর চাচা কুরায়েশ নেতাদের দু'টি দাওয়াত ছিল দু'টি আনুগত্যের প্রতি ও দু'টি সার্বভৌমত্বের প্রতি দাওয়াত। যা ছিল সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দাওয়াত। একটিতে ছিল আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। অন্যটিতে ছিল মানুষের সার্বভৌমত্বের অধীনে মানুষ মানুষের গোলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. 'হে লোকসকল! আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না'। অন্যদিকে মক্কার নেতাদের দাওয়াত ছিল, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا دَيْنَ آبَائِكُمْ 'হে লোকসকল! নিশ্চয় এই ব্যক্তি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম বা রীতি-নীতি পরিত্যাগ কর' *(হাকেম হা/৩৮, হাদীছ ছহীহ)*। একদিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا 'তোমরা বল *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'। অন্যদিকে নেতাদের বক্তব্য ছিল, إِنَّهُ صَابِئٌ كَاذِبٌ 'লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যাবাদী' *(হাকেম হা/৩৯)*। তারা বলেছিল, يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ 'হে জনগণ! তোমরা এর আনুগত্য করো না। কারণ সে মহা মিথ্যাবাদী' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৫৯)*।

নেতারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা গোত্রনেতা আবু ত্বালিব-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করে বলল, الَّذِي قَدْ خَالَفَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، وَفَرَّقَ جَمَاعَةَ قَوْمِكَ، وَسَفَّهُ أَحْلاَمَهُمْ، فَنَقْتُلَهُ 'সে আপনার ও আপনার বাপ-দাদাদের দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, আপনার সম্প্রদায়ের ঐক্যকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের জ্ঞানীদের বোকা বলেছে। অতএব আমরা তাকে হত্যা করব'।[৮] জবাবে স্বীয় রাসূলকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ

৮. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২৬৭; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৬৩ পৃ.।

Contents

لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُوْنَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ– 'তারা যেসব কথা বলে তা যে তোমাকে খুবই কষ্ট দেয়, তা আমরা জানি। তবে ওরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না। বরং যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে' *(আন'আম ৬/৩৩)*।[৯]

বস্তুতঃ ভাতিজা ও চাচাদের দ্বিমুখী দাওয়াত ছিল দ্বিমুখী সার্বভৌমত্বের ও দ্বিমুখী আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত। একদিকে আল্লাহ্র আনুগত্য, অন্যদিকে মানুষের আনুগত্য। যা ছিল পদে পদে সাংঘর্ষিক। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্য ও মিথ্যার এই দ্বন্দ্ব চলবে। জান্নাত পিয়াসী মানুষ সর্বদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করবে ও পরকালে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই হ'ল ইহকালে ও পরকালে সফলকাম।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে কুরায়েশদের ন্যায় তাওহীদের দাবী আছে। যাকে 'তাওহীদে রুবূবিয়াত' বলা হয়। অর্থাৎ 'রব' তথা সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করা। পক্ষান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্য করা। যাকে 'তাওহীদে ইবাদাত' বা 'উলূহিয়াত' বলা হয়। 'ইক্বামতে দ্বীন' তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার মর্মার্থ এটাই। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ উক্ত নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষকে একই দাওয়াত দিয়েছেন। অতএব তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্র দাসত্ব করা। তাঁর হালাল-হারামের বিধি-বিধান সমূহ মেনে চলা এবং তাঁর রাসূলের দেখানো ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর দৃঢ় থাকা। নইলে আমরা ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাব। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

*****

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہوکر + اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر

'তারা সে যুগে সম্মানিত ছিলেন মুসলমান হ'য়ে
আর তোমরা এ যুগে লাঞ্ছিত হয়েছ কুরআন ত্যাগকারী হ'য়ে'
(ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ)।

---

৯. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১০৫-০৬ পৃ.।

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বীন কায়েমের পথ ও পদ্ধতি*

(الجزء الثانى : طريق إقامة الدين و أسلوبها)

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ- (التوبة ১১১)-

অনুবাদ : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবাহ ৯/১১১)*।

শানে নুযূল (سبب نزول الآية) **:**

অত্র আয়াতটি বায়'আতে কুবরায় অংশগ্রহণকারী আনছারদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়। নবুঅতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মওসুমে ইয়াছরিব থেকে মক্কায় আগত হাজীদের নিকট থেকে 'মিনা'র 'আক্বাবাহ' নামক পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে চন্দ্রালোকিত গভীর রজনীর আলো-আঁধারিতে এই বায়'আত গ্রহণ করা হয়। পরপর তিন বছরের মধ্যে এটিই ছিল সর্ববৃহৎ ও মক্কার সর্বশেষ বায়'আত। সেকারণ 'বায়'আতে কুবরা' বলতে মূলতঃ এই সর্বশেষ বায়'আতকেই বুঝায়। হাজীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বর্তমানে 'মিনা'-র উক্ত পর্বতাংশকে জামরায়ে আক্বাবাটুকু বাদ দিয়ে বাকীটা সমান করে দেওয়া হয়েছে। এই বায়'আতেই তাওহীদ ভিত্তিক আক্বীদা ও আমল,

* মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩ 'দরসে কুরআন' কলামে প্রকাশিত।

বিরোধী পক্ষের সাথে জিহাদ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে গেলে তাঁর নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়। বায়'আত গ্রহণ কালে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারী বলেন, اِشْتَرِطْ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ 'আপনি আপনার প্রভুর জন্য ও আপনার নিজের জন্য যা খুশী শর্তারোপ করুন'! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

أَشْتَرِطُ لِرَبِّىْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاشْتَرِطُ لِنَفْسِىْ أَنْ تَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ-

'আমি আমার প্রতিপালকের জন্য এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হ'ল এই যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে, যেমন তোমরা নিজেদের জান ও মালের হেফাযত করে থাক'। জবাবে তারা বলল, فَمَالَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ 'এসব করলে বিনিময়ে আমরা কি পাব'? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত' (اَلْجَنَّةُ)। তখন তারা খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠল, رِبْحُ الْبَيْعِ لاَ نُقِيْلُ وَلاَ نَسْتَقِيْلُ 'ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা কখনোই ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না'। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয়।[১০] সেকারণ সূরা তওবাহ 'মাদানী' সূরা হ'লেও এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণে 'মাক্কী'।

বায়'আত গ্রহণকারী হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা বলে উঠল, فَوَاللهِ لاَ نَذَرُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ وَلاَ نَسْتَقِيلُهَا 'আল্লাহ্র কসম! আমরা এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং রহিত করার আবেদন করব না'।[১১] একই রাবী কর্তৃক অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَوَاللهِ لاَ نَدَعُ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أَبَداً وَلاَ نَسْلُبُهَا أَبَداً 'আল্লাহ্র কসম! আমরা কখনোই এই বায়'আত পরিত্যাগ করব না এবং কখনোই এটি বাতিল করব না' *(আহমাদ হা/১৪৪৯৬, সনদ ছহীহ)*।

---

১০. কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবা ১১১ আয়াত।

১১. আহমাদ হা/১৪৬৯৪ হাদীছ ছহীহ; হাকেম হা/৪২৫১, ২/৬২৪-২৫; আর-রাহীক্ব ১৫০ পৃঃ; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা তওবাহ ১১১ আয়াত; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২১৪ পৃ.।

উল্লেখ্য যে, সূরা তওবাহ মাদানী সূরা হ'লেও তার মধ্যে ১১১-১১৩ আয়াত তিনটি বায়'আতে কুবরা ও আবু তালিবের মৃত্যু প্রসঙ্গে মক্কায় নাযিল হয় *(তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আয়াতে বর্ণিত বায়'আত বা চুক্তিনামার উদ্দেশ্য হাছিলে যারা দণ্ডায়মান হবে এবং চুক্তি পূর্ণ করবে, তাদের জন্য থাকবে মহান সফলতা ও চিরস্থায়ী নে'মত অর্থাৎ জান্নাত।[১২] কুরতুবী বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উক্ত সুসংবাদ অবশ্যই রয়েছে'।[১৩]

যেকোন আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তার প্রচারের সাথে সাথে চাই নিবেদিতপ্রাণ একদল মানুষ। দুনিয়াবী স্বার্থ থাকলে কখনোই নিবেদিতপ্রাণ হওয়া যায় না। তাই আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গীতপ্রাণ একদল মানুষ তৈরীর লক্ষ্যেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতটি পর্যালোচনা (المراجعة في الآية) :

বলা হয়ে থাকে যে, 'ইসলাম' এসেছে দাওয়াতের মাধ্যমে এবং 'ইমারত' এসেছে বায়'আতের মাধ্যমে (اَلْإِسْلاَمُ دَعْوَةٌ وَالْإِمَارَةُ بَيْعَةٌ)। বায়'আত অর্থ : ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। আমীরের নিকট ইসলামী আনুগত্যের চুক্তিকে বায়'আত বলা হয়। কারণ এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ হয়, যেমন মাল বিক্রয়ের বিনিময়ে অর্থ লাভ হয়। তিন বৎসরের অধিককাল যাবত মক্কায় দাওয়াত দেওয়ার পর ৪র্থ নববী বর্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের মওসুমে আগত বিভিন্ন গোত্রের নিকটে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম পরপর এই তিন মাস, অতঃপর 'রজব' মাস, মোট এই চার মাসে আরবদের মধ্যে লড়াই ও মারামারি নিষিদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সুযোগটি কাজে লাগান।

নবুঅতের ৪র্থ বর্ষ থেকে হিজরতের আগ পর্যন্ত ১০ বছরে মোট ১৫টি গোত্রের নিকটে রাসূল (ছাঃ) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিন্তু কেউই তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি।[১৪] এসময় ১০ম নববী বর্ষের মধ্যভাগে

১২. তাফসীর ইবনু কাছীর, তওবাহ ১১১ আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৩. তাফসীর কুরতুবী, তওবাহ ১১১ আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৪. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ, তাহকীক : শু'আইব ও আব্দুল কাদের আরনাঊত্ব (বৈরূত : মুওয়াসসাতুর রিসালাহ ২৯তম মুদ্রণ ১৪১৬/১৯৯৬) ৩/৩৯; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী

অনধিক তিন মাস মতান্তরে তিন দিনের ব্যবধানে স্নেহময় চাচা আবু ত্বালিব ও প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়। সাথে সাথে কুরায়েশদের অত্যাচার বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি কুরায়েশের শাখা গোত্র বনু জুমাহ-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ শক্তিশালী বনু ছাক্বীফ গোত্রের সমর্থন লাভের আশায় মক্কা থেকে ত্বায়েফ গমন করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি নিরাশ হন। বরং অপমানিত ও নির্যাতিত হন।

অতঃপর মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে 'ক্বারনুল মানাযিল' নামক স্থানে পৌঁছলে জিব্রীল (আঃ) পাহাড় সমূহের নিয়ন্ত্রক (مَلَكُ الْجِبَـــالِ) ফেরেশতাকে নিয়ে অবতরণ করেন এবং কা'বা শরীফের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের দু'পাহাড়কে (আবূ কুবাইস ও কু'আইক্বিআন) একত্রিত করে তার মধ্যবর্তী মক্কার অধিবাসীদেরকে পিষে মেরে ফেলার অনুমতি প্রার্থনা করেন (إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ لَفَعَلْتُ)। কিন্তু দয়াশীল রাসূল (ছাঃ) তাতে রাযী না হয়ে বলেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْــــدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 'বরং আশা করি আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন, যারা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না'।[১৫] অতঃপর মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে নাখলা উপত্যকায় কয়েক দিন অবস্থান করেন। সেখানে আল্লাহ একদল জিনকে প্রেরণ করেন ও তারা কুরআন শুনে ঈমান আনয়ন করে। যাদের ঘটনা আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে পরে জানিয়ে দেন *(আহক্বাফ ৪৬/২৯-৩১ ও জিন ৭২/১-১৫)*।

উপরোক্ত গায়েবী মদদের আশ্বাস ও জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উদ্বুদ্ধ ও আশ্বস্ত হন এবং ইতিপূর্বেকার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যারা আপনাকে বের করে দিয়েছে, সেখানে আপনি কিভাবে প্রবেশ করবেন? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা পথ বের করে দিবেন এবং তিনি তাঁর

(১৩৬২-১৪২৭ হি./১৯৪২-২০০৬ খৃ.), আর-রাহীকুল মাখতূম (কুয়েত : ২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬ খৃ.) ১৩০ পৃ.।

১৫. বুখারী হা/৩২৩১; মুসলিম হা/১৭৯৫; মিশকাত হা/৫৮৪৮; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৮৭-৮৯ পৃ.; আর-রাহীক্ব ১২৬-২৭ পৃ.।

দ্বীনকে সাহায্য ও বিজয়ী করবেন'। অতঃপর তিনি হেরা গুহাতে আশ্রয় নিয়ে মক্কার বিভিন্ন নেতার নিকটে আশ্রয় চেয়ে সংবাদ পাঠাতে থাকেন। কিন্তু সবাই তাঁকে নিরাশ করে। একমাত্র মুত্ব'ইম বিন 'আদী সম্মত হন এবং তার সহায়তায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) সরাসরি কা'বা গৃহে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। তখন মুত্ব'ইম ও তার ছেলেরা সশস্ত্র অবস্থায় তাঁকে পাহারা দেন। অতঃপর তারা তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেন। আবু জাহল প্রমুখ নেতাগণ যখন জানতে পারল যে, মুত্ব'ইম ইসলাম গ্রহণ করেননি, কেবলমাত্র বংশীয় কারণেই মুহাম্মাদকে আশ্রয় দিয়েছে, তখন তারাও বিষয়টি মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতঃপর পরবর্তী হজ্জ মওসুমে বিপুল উৎসাহে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এই সময় ইয়াছরিবের বিখ্যাত কবি সুওয়াইদ বিন ছামিত, খ্যাতনামা ব্যক্তি আবু যার গিফারী, ইয়ামনের কবি ও গোত্রনেতা তুফায়েল বিন আমর, অন্যতম ইয়ামনী নেতা যিমাদ আল-আযদী ইসলাম গ্রহণ করেন।

আক্বাবাহ্‌র ১ম বায়'আত (بيعة العقبة الأولى) :

নিরন্তর দাওয়াতে বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ ইসলাম কবুল করলেও কোথাও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়নি। ইতিমধ্যে ১১ নববী বর্ষে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের ৬ জন সৌভাগ্যবান যুবক হজ্জে আগমন করেন, যাদের নেতা ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ তরুণ আস'আদ বিন যুরারাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ও আলী (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মিনায় তাঁবুতে তাঁবুতে দাওয়াত দেওয়ার এক পর্যায়ে তাদের নিকটে পৌঁছেন। তারা ইতিপূর্বে ইয়াছরিবের ইহূদীদের নিকটে আখেরী নবীর আগমন বার্তা শুনেছিল। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াত তারা দ্রুত কবুল করে নেন। তারা তাঁর আগমনের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত ইয়াছরিবে শান্তি স্থাপিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং তাঁকে ইয়াছরিবে হিজরতের আমন্ত্রণ জানান।

আক্বাবাহ্‌র ২য় বায়'আত (بيعة العقبة الثانية) :

হজ্জ থেকে ফিরে গিয়ে উক্ত ছয় জনের ক্ষুদ্র দলটি রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা মতে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন এবং পরবর্তী বছরে ১২ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে আগের বছরের ৫ জন ও নতুন ৭ জন মোট ১২ জন এসে মিনাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে

বায়‘আত করেন। এঁদের সবাই ছিলেন খাযরাজী ও ২ জন ছিলেন আউস গোত্রের। এটা ‘আক্বাবাহ্র প্রথম বায়‘আত’ বলে পরিচিত। যদিও এটি ছিল প্রকৃত অর্থে ২য় বায়‘আত।

‘আক্বাবাহ’ অর্থ পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথ। এই পথেই মক্কা থেকে মিনায় আসতে হয়। এরই মাথায় মিনার পশ্চিম পার্শ্বে এই স্থানটি ছিল নির্জন। এখানে পাথর মেরে হাজী ছাহেবগণ পূর্ব প্রান্তে মিনার মসজিদে খায়েফের আশ-পাশে আশ্রয় নিয়ে রাত্রি যাপন করে থাকেন। এখানে ‘জামরায়ে কুবরা’ অবস্থিত। এখানেই ইবরাহীম (আঃ) ইবলীসকে প্রথম পাথর মেরেছিলেন।[১৬] আর এখানেই ইসমাঈল বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানবরূপী শয়তানদের বিরুদ্ধে অহি-র বিধান কায়েমের জন্য ঐতিহাসিক ‘বায়‘আত’ গ্রহণ করেন। ঐদিনের ঐ আক্বীদার বিপ্লব পরবর্তীতে শুধু মক্কা-মদীনা নয়, বরং বিশ্ব রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছুতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে ও অবশেষে তা সার্বিক সমাজ বিপ্লব সাধন করে। ১২ নববী বর্ষের হজ্জের মওসুমে ঐদিনকার বায়‘আতকারীদের মধ্যে নতুন আগত খ্যাতনামা ছাহাবী ছিলেন ‘উবাদাহ বিন ছামিত আনছারী (রাঃ)। যিনি পরবর্তীতে বায়‘আতে কুবরায় নির্বাচিত ১২ জন নেতার অন্যতম ছিলেন। উক্ত বায়‘আতের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ– رضى الله عنه– وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ– أَنَّ رَسُولَ اللهِ– صلى الله عليه وسلم– قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : تَعَالَوْا بَايِعُونِى عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُو بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصَوْا فِى مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِىْ الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ–

১৬. হাকেম হা/১৭১৩; তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৬ পৃঃ।

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ডেকে বলেন, এসো! তোমরা আমার নিকটে একথার উপর বায়'আত করো যে, (১) তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোনকিছুকে শরীক করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) যেনা করবে না, (৪) তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, (৫) কারু প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং (৬) শরী'আতসম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্যতা করবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, তার জন্য পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ্র নিকটে। কিন্তু যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে কোন একটি করবে, অতঃপর দুনিয়াতে তার (আইন সংগত) শাস্তি হয়ে যাবে, সেটি তার জন্য কাফফারা হবে (এজন্য আখেরাতে তার শাস্তি হবে না)। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটি করে, অতঃপর আল্লাহ তা দুনিয়াতে গোপন রাখেন (যে কারণে তার শাস্তি হ'তে পারেনি), তাহ'লে উক্ত শাস্তির বিষয়টি আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করে। তিনি চাইলে তাকে মাফ করে দিবেন। চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন'। রাবী 'উবাদাহ বিন ছামেত বলেন, অতঃপর আমরা একথাগুলির উপর তাঁর নিকটে বায়'আত করলাম'।[১৭] এই বায়'আতের ধরন ছিল মহিলাদের বায়'আতের ন্যায় হাতে হাত না রেখে মৌখিকভাবে অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে।[১৮]

বলা বাহুল্য যে, বায়'আতের উক্ত ৬টি বিষয় তৎকালীন আরবীয় সমাজে প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। বর্তমানেও সর্বত্র উক্ত বিষয়গুলি প্রকটভাবে বিরাজ করছে।

আক্বাবাহ্র ৩য় বায়'আত বা বায়'আতে কুবরা (البيعة الكُبْرَى) :

অতঃপর উক্ত বায়'আতকারীদের দাবীর প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছ'আব বিন 'উমায়ের নামক একজন তরুণ দাঈকে তাদের সাথে ইয়াছরিবে প্রেরণ করেন। তিনিই ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে মদীনায় প্রেরিত প্রথম দাঈ। সেখানে গিয়ে তিনি ও তাঁর মেযবান তরুণ ধর্মীয় নেতা আস'আদ বিন যুরারাহ বিপুল উৎসাহে ইয়াছরিবের ঘরে ঘরে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে পরের বছর ১৩ নববী বর্ষের হজ্জ মওসুমে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যভাগের এক

---

১৭. বুখারী হা/১৮, ৩৮৯২; মুসলিম হা/১৭০৯; মিশকাত হা/১৮; সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩৪ (ঐ তাহকীক, ক্রমিক ৪৪০ হাদীছ ছহীহ)।

১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৪৩১, ৪৫৪; আর-রাহীকুল মাখতূম ১৪৩ পৃ.; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২০২ পৃ.।

গভীর রাতে পূর্বোক্ত পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার একটি বিরাট দলের আগমন ঘটে। চাচা আব্বাস-কে সাথে নিয়ে যিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকটে গমন করেন। অতঃপর রাত্রির প্রথম প্রহর শেষে নিঃশব্দ রজনীতে বায়'আতের পূর্বে চাচা আব্বাস তাদেরকে এই বায়'আতের পরকালীন গুরুত্ব এবং দুনিয়াতে সম্ভাব্য দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এতে তারা স্বীকৃত হ'লে বিগত দু'বছরে ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে দাঁড় করানো হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের নিকটে কুরআন তেলাওয়াত অন্তে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন। তখন তারা সকলে বলেন, আমরা আমাদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে অত্র অঙ্গীকার করছি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত' (اَلْجَنَّةُ)। তখন তারা বললেন, أُبْسُطْ يَدَكَ 'আপনার হাত বাড়িয়ে দিন'। অতঃপর আস'আদ বিন যুরারাহ নেতা হিসাবে প্রথম তাঁর হাতে বায়'আত করেন ও তারপর একে একে সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করেন।[১৯] মহিলা দু'জন মুখে বলার মাধ্যমে বায়'আত করেন। সৌভাগ্যবতী ঐ দু'জন মহিলা ছিলেন বনু মাযেন গোত্রের নুসাইবাহ বিনতে কা'ব উম্মে 'উমারাহ এবং বনু সালামাহ গোত্রের আসমা বিনতে 'আমর উম্মে মুনী'। উক্ত বায়'আতের বক্তব্যগুলি ছিল নিম্নরূপ :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، عَلاَمَ نُبَايِعُكَ قال: (১) عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ (২) وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ (৩) وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ (8) وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِى اللهِ لاَ تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ (৫) وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِى إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ فَتَمْنَعُونِى مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ رواه أحمد والحاكم وصححه، وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: (৬) وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا (7) وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (8) وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ–

১৯. আর-রাহীকুল মাখতূম ১৫০-১৫১ পৃ.; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২১৪ পৃ.।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন আমরা বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার নিকটে কি বিষয়ে বায়'আত করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (১) প্রফুল্লতায় ও অলসতায় সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করবে (৩) ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহ্র পথে সর্বদা দণ্ডায়মান থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-সন্তানদের হেফাযত করে থাক, অনুরূপভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমাদের জান্নাত লাভ হবে' *(ছহীহাহ হা/৬৩)*। ছহীহ মুসলিমে 'উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে আরও তিনটি ধারা উল্লেখিত হয়েছে যে, (৬) 'আমাদের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হ'লেও আনুগত্যে অটুট থাকব। (৭) আমরা নেতৃত্বের জন্য ঝগড়া করব না। আর (৮) আমরা যেখানেই থাকব সত্য কথা বলব এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদকে ভয় করব না' *(মুসলিম হা/১৭০৯ (৪১)*। এভাবেই বায়'আত সমাপ্ত হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ৭৫ জনকে ১২ জন নেতার অধীনে ন্যস্ত করেন। অতঃপর নেতা ও দায়িত্বশীল হিসাবে তাদের নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় বায়'আত নেন'।[২০]

সমাজ বিপ্লবের সূচনা (بدء الثورة الإجتماعية) :

এভাবে বিশ্ব ইতিহাসে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয় ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমে। এর ফলাফল সবারই জানা আছে। এই বায়'আত 'দ্বিতীয় আক্বাবাহ্র বায়'আত' বা 'বায়'আতে কুবরা' (বৃহত্তম বায়'আত) নামে খ্যাত। এই বায়'আতের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় সংগঠন। যার লক্ষ্য হয় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُـــوصٌ 'নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন তাদেরকে, যারা

২০. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ২১২-১৬ পৃ.।

তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়' *(ছফ ৬১/৪)*। এতদিন যারা দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছিল, এখন তারা বায়'আতের মাধ্যমে সংগঠিত হ'ল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আল্লাহ্র নামে সংকল্পবদ্ধ হ'ল।

নিঃসন্দেহে এই বায়'আতের মূল শিকড় প্রোথিত ছিল ঈমানের উপরে। যে ঈমান কোন দুনিয়াবী প্রলোভন, লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতির কাছে মাথা নত করে না। যে ঈমানের সুবাতাস সমাজে প্রবাহিত হ'লে মানুষের আক্বীদা ও আমলে সূচিত হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যে ঈমানের বলেই মুসলমানগণ যুগে যুগে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হয়েছে। আজও তা মোটেই অসম্ভব নয়, যদি সেই ঈমান ফিরিয়ে আনা যায়।

দাওয়াত ও বায়'আত (الدعوة والبيعة) :

'দাওয়াত'-এর মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা হয়। যাতে যবান, কলম ও আধুনিক সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম ব্যবহৃত হ'তে পারে। এর জন্য কখনো একক ব্যক্তিই যথেষ্ট হন। যেমনভাবে বহু নবী একাকী দাওয়াত দিয়ে গেছেন। কিন্তু কোন সাথী পাননি। হাদীছে এসেছে যে, ক্বিয়ামতের দিন কোন কোন নবী এমনভাবে উঠবেন যে, তাঁর কোন উম্মত থাকবে না' *(বুখারী হা/৫৭০৫)*। আবার কারো মাত্র একজন উম্মত থাকবে, যে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে'।[২১] বর্তমান যুগে সভা-সমিতিতে বা রেডিও-টিভিতে একাকী বক্তৃতা করে, বই লিখে, ইন্টারনেট-ওয়েবসাইট ইত্যাদি চালু করে এ ধরনের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে। যদিও তার প্রভাব পড়ে খুব সামান্যই।

পক্ষান্তরে 'বায়'আত' হয়ে থাকে ইসলামী বিধি-বিধান মেনে চলার আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকারের উপরে। একাকী হৌক বা সম্মিলিতভাবে হৌক ইসলামী বিধানকে নিজ জীবনে, পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল বায়'আতের মূল উদ্দেশ্য। যার চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ।

---

২১. মুসলিম হা/১৯৬; মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

বায়‘আতের অর্থ (شرح معنى البيعة) :

ছাহেবে মির‘আত বলেন, سُمِّيَتِ الْمُعَاهَدَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ بِالْمُبَايَعَةِ تَشْبِيْهًا لِّنَيْلِ الثَّوَابِ فِيْ مُقَابَلَةِ الطَّاعَةِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ الَّذِيْ هُوَ مُقَابَلَةُ مَالٍ، كَأَنَّهُ بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ كَمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية– ‘ইসলামের উপরে কৃত অঙ্গীকারকে বায়‘আত এজন্য বলা হয়েছে যে, ব্যবসায়িক চুক্তির বিপরীতে যেমন সম্পদ লাভ হয়, অনুরূপভাবে আমীরের নিকটে আনুগত্যের বিপরীতে পুণ্য লাভ হয়। সে যেন আমীরের নিকটে তার খালেছ হৃদয় ও খালেছ আনুগত্য বিক্রয় করে দেয়’। যেমন আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে...’ *(তাওবাহ ৯/১১১)*।[২২]

ইসলামী সংগঠনে দাওয়াত ও বায়‘আত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেননা ইসলাম নিঃসন্দেহে প্রচারধর্মী হ’লেও এর মূল উদ্দেশ্য হ’ল মানব সমাজে দ্বীনের বিধান সমূহের বাস্তবায়ন। সেজন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব অত্যধিক। সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। আর সে উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাওয়াত কবুলকারী ব্যক্তিদের বায়‘আত গ্রহণ করেন। অথচ বিশ্ব-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি একাই যথেষ্ট ছিলেন তাঁর আনীত দাওয়াতকে তথা আল্লাহ প্রেরিত দ্বীনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। প্রয়োজনে তিনি স্বীয় নবুঅতী শক্তিবলে ফেরেশতা মণ্ডলীকে দিয়ে আবু জাহল, আবু লাহাবের শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সহজে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মানুষের কাছ থেকে গাল-মন্দ খেয়ে মানুষের গীবত-তোহমত এমনকি দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে মানুষের দুয়ারেই গিয়েছেন ও তাদের নিকট থেকে স্ব স্ব জীবনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বায়‘আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। কেউ উক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে জান্নাতের অধিকারী হয়েছেন। কেউ গোপনে বিরোধিতা করে

---

২২. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪ হি./১৯০৪-১৯৯৩ খৃ.), মির‘আতুল মাফাতীহ (বেনারস ভারত : ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খৃ.) হা/১৮-এর ব্যাখ্যা ১/৭৫।

‘মুনাফিক’ হয়েছে। কেউ অলসতা করে ‘ফাসিক’ হয়েছে। কেউ প্রত্যাখ্যান করে ‘কাফির’ হয়েছে। শেষোক্ত তিনটি দল জাহান্নামী। যদিও তাদের জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ কমবেশী হবে।

দ্বীন বনাম হুকূমত (الدين والحكومة) :

উপরে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যিন্দেগীতেই দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি বিধৃত হয়েছে। এর বাইরে দ্বীন কায়েমের কোন শর্ট-কাট রাস্তা নেই। বুলেট ও ব্যালটের মাধ্যমে হয়তবা সহজে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাছিল করা যায়। কিন্তু দ্বীন কায়েম করা যায় না। ‘দ্বীন’ অর্থ ‘তাওহীদ’ যার দিকে নূহ (আঃ) থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন’ *(শূরা ৪২/১৩)*। যা প্রথমে স্ব স্ব আক্বীদা ও বিশ্বাসের জগতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অতঃপর কর্মজগতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বস্তুতঃ তাওহীদের মূল দাবীই হ’ল ‘তাওহীদে ইবাদত’ অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র একক দাসত্ব কবুল করা। মক্কার মুশরিকরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে আখেরাতে মুক্তির জন্য সহজ রাস্তা মনে করে তাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন নেককার মৃত ব্যক্তির ‘অসীলা’ কামনা করত। তাদের ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের মনগড়া বিধানের অন্ধ অনুসরণ করত। একেই বলে ‘শিরক’ যা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। নবীগণ যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন আত্মভোলা মানুষকে এইসব শিরকী চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করে সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র দাসত্বের প্রতি আহ্বান জানাতে। কিতাব ও সুন্নাতের মাধ্যমে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমাদেরকে তাওহীদের বিশ্বাসগত দিক-নির্দেশনা ও কর্মগত বাস্তবতার সর্বোত্তম নমুনা দেখিয়ে গেছেন। মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত অর্থে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পথ প্রদর্শন করে গেছেন।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকার অনুসারী হ’তে হবে। নিরন্তর দাওয়াত ও জামা‘আতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রথমে জনগণের আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধন করতে হবে। অতঃপর তাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে জনগণের কল্যাণে আসবে। নইলে শিরকী আক্বীদা ও বিদ‘আতী আমলের অধিকারী নামধারী ইসলামপন্থী একদল লোককে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসালে ইসলামের কল্যাণের চাইতে বরং অকল্যাণই বেশী হবে। তখন জনগণ ইসলাম থেকে হয়তবা চিরতরে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

Contents

জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র 'দারোগা' রূপে প্রেরণ করেননি *(গাশিয়াহ ৮৮/২২)*। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য 'রহমত' হিসাবে *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। তাই 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র।

জিহাদের প্রস্তুতি (إعداد الجهاد) :

প্রস্তুতির অর্থ নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার প্রস্তুতি। দেশের তরুণ সমাজকে সুন্দর পরিবেশে সুশিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান করে গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে আইনের সীমারেখার মধ্যে তাদেরকে দৈহিক সামর্থ্যে ও প্রয়োজনে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখতে হবে। অবশ্য রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র প্রস্তুতি হিসাবে দেশে সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এরপরেও কারো জন্য বেআইনীভাবে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি ইসলামে নেই। তবে দ্বীন ও রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য শহীদ বা গাযী হবার জিহাদী জাযবা সর্বদা হৃদয়ে লালন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হ'ল সবচেয়ে বড় 'জিহাদ'। নবীগণ সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন। আর সেটা করতে গিয়েই তাঁদের উপর নেমে এসেছিল বাধা ও বিপদের হিমালয় সদৃশ মুছীবত সমূহ। জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত ইবরাহীমকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মূসাকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। ঈসাকে আল্লাহ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। আমাদের নবীকে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ তাঁরা স্ব স্ব যুগের লোকদের প্রতিষ্ঠিত শিরকী আক্বীদা ও তাদের চালু করা রীতি-নীতির সংস্কার ও সার্বিক জীবনে এক আল্লাহর দাসত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা কেউই অস্ত্র হাতে নিয়ে জনগণের সামনে উপস্থিত হননি। বরং যখনই শিরকের শিখণ্ডীরা অস্ত্র হাতে তাদেরকে উৎখাতের জন্য উদ্যত হয়েছে, তখনই তাওহীদের অনুসারীগণ তাদের মুকাবিলায় হয়

তাদের জীবন দিয়েছেন, নয় আত্মরক্ষা করেছেন। তাঁরা শহীদ অথবা গাযী হয়েছেন। বদর, ওহোদ, খন্দক সকল যুদ্ধই হয়েছে মদীনায় আত্মরক্ষামূলক। যদি আক্রমণমূলক হ'ত, তাহ'লে এসব যুদ্ধ মক্কায় সংঘটিত হতো এবং তখন রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নিত হতেন। কিন্তু ইতিহাস সেকথা বলেনি।

বাস্তব কথা এই যে, যবরদস্তির মাধ্যমে একজনকে সাময়িকভাবে পদানত করা যায়। কিন্তু স্থায়ীভাবে অনুগত করা যায় না। ইসলাম আল্লাহ্র সর্বশেষ নাযিলকৃত ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। এ দ্বীন মানবজীবনকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুগত বান্দায় পরিণত করতে চায়। অতএব দ্বীন কায়েমের নামে কিংবা জিহাদের নামে আমরা যেন অতি উৎসাহে এমন কিছু না করি, যা ইসলামের মূল রূহকে ধ্বংস করে দেয়। এর বিপরীতে জিহাদী জাযবাকে ধ্বংসকারী অদৃষ্টবাদী আক্বীদা নিঃসন্দেহে আরেকটি ভ্রান্ত আক্বীদা। এটি পানির নীচে ডুবন্ত মাইনের মত। যা মুসলমানের জিহাদী রূহকে ভিতর থেকে ধ্বংস করে দেয়।

বিশ্বে সর্বদা আদর্শের সংগ্রাম চলছে। উক্ত সংগ্রামে ইসলামকে বিজয়ী করা এবং দ্বীনকে শিরক ও বিদ'আত মুক্ত করে তাকে তার নির্ভেজাল ও আদি রূপে প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল দ্বীনদার মুমিনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।[২৩]

অতএব আসুন! আল্লাহ্র দেওয়া মাল, আল্লাহ্র দেওয়া জান ও আল্লাহ্র দেওয়া যবান ও কলম আল্লাহ্র পথে ব্যয় করি এবং আল্লাহ বিরোধী মুশরিক শক্তির বিরুদ্ধে তথা আধুনিক জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমরা সর্বমুখী প্রস্তুতি গ্রহণ করি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِىْ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا

---

২৩. আবুদাঊদ হা/২৫০৪; নাসাঈ হা/৩০৯৬; দারেমী হা/২৪৩১; মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়।

لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

'আমার পূর্বে এমন কোন নবী আল্লাহ প্রেরণ করেননি, যার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক তাঁর সহযোগী ছিল না। কিছু লোক ছিল যারা তাঁর সুন্নাত সমূহের অনুসরণ করত ও নির্দেশ সমূহ মেনে চলত। অতঃপর তাদের পরে তাদের উত্তরসূরীরা এমন সব কথা বলত, যা তারা করত না এবং এমন সব কাজ করত, যা তাদের করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এইসব লোকদের বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন। যারা যবান দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন এবং যারা হৃদয় দিয়ে জিহাদ করবে, তারাও মুমিন। এর বাইরে তাদের মধ্যে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান নেই'।[২৪]

অতএব শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হ'ল প্রকৃত জিহাদ। আর তাওহীদের মর্মবাণীকে জনগণের নিকটে পৌঁছে দেওয়া ও তাদের মর্মমূলে তা প্রোথিত করাই হ'ল প্রকৃত দাওয়াত। তাই একই সাথে তাওহীদের 'দাওয়াত' ও তাওহীদ বিরোধী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বমুখী 'জিহাদ'-ই হ'ল দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (موقف بنغلاديش) :

বাংলাদেশে সম্প্রতি চরমপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার পক্ষে ইসলামকে ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা 'দ্বীন কায়েমের' অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে 'জিহাদের' অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র তৎপরতার মাধ্যমে দ্রুত রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকূমত কায়েম

২৪. মুসলিম হা/৫০; মিশকাত হা/১৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

করা। এজন্য তারা তাদের বইপত্র ও লিফলেট সমূহে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে যেসব বক্তব্য জনগণের নিকট উপস্থাপন করেছে, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হ'ল জিহাদ ও ক্বিতাল তথা সশস্ত্র সংগ্রাম।

(২) ঈমানদারের আল্লাহ প্রদত্ত সংজ্ঞা *(হুজুরাত ৪৯/১৫)* অনুযায়ী বর্তমান মুসলিম জাতি, বিশেষ করে আলেম সমাজ অবশ্যই মুমিন নয়। অতএব হয় তারা মুশরিক নয় কাফের।

(৩) আল্লাহ স্বয়ং মুমিনদের অভিভাবক *(বাক্বারাহ ২/২৫৭)*। অথচ মুসলমানরা সর্বত্র মার খাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মুসলিম জাতির অভিভাবক নন এবং এ জাতি মুমিন নয়। অতএব যার ঈমান নেই, সে কাফির' *(তাদের প্রচারিত লিফলেট হ'তে গৃহীত)*।

খারেজী আক্বীদা (العقيدة الخارجية) :

উপরের বক্তব্যগুলি পরখ করলে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারী খারেজীদের চরমপন্থী আক্বীদা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। তারা إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ 'আল্লাহ ব্যতীত কারু শাসন নেই' *(ইউসুফ ১২/৪০)* এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলেছিল, আলী ও মু'আবিয়া উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের জন্য তারা আল্লাহ্র কিতাব থাকতে মানুষকে শালিশ মেনেছেন। সেকারণ তারা 'কাফির' এবং তাঁদের রক্ত হালাল'। আর সেজন্য তারা তাদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আলী (রাঃ) তাদের উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে বলেছিলেন, كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَارَةٍ بِرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً.. أَمَّاالْفَاجِرَةُ : فَيُقَامُ بِهَا الْحُدُوْدُ وَتَأْمَنُ بِهَا السُّبُلُ وَيُجَاهَدُ بِهَا العَدُوُّ وَيُقْسَمُ بِهَا الْفَيْءُ– 'কথা সত্য, কিন্তু বাতিল অর্থ নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই মানুষের জন্য নেতৃত্ব থাকবে, ভাল হৌক বা মন্দ হৌক।.. মন্দ শাসকের মাধ্যমে দণ্ডবিধি সমূহ কায়েম করা হয়। রাস্তা সমূহ

নিরাপদ করা হয়, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণ করা হয়’।[২৫]

মনে রাখা আবশ্যক যে, শরী‘আতের কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত। পরবর্তীকালে দেওয়া তার বিপরীত কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। আলী (রাঃ)-এর দেওয়া উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে তাঁর দল থেকে বহু লোক বেরিয়ে যায়। ইতিহাসে এরাই ‘খারেজী’ নামে খ্যাত। ছাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মধ্যকার রাজনৈতিক বা বৈষয়িক মতবিরোধ এমনকি আপোষে যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে কখনোই পরস্পরকে ‘কাফির’ বলতেন না। পরস্পরকে মেরে বা মরে গাযী বা শহীদ হবার গৌরব করতেন না। খারেজী ও শী‘আরাই প্রথম এই চরমপন্থী ধুয়া তুলে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ফিৎনার সূচনা করে। আর রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে সৃষ্ট ৭৩ ফিরক্বার মধ্যে ৭২ ফিরক্বাই হবে জাহান্নামী।[২৬]

উপরোক্ত দু’টি ফিরক্বা উক্ত ৭২টি ভ্রান্ত ফিরক্বার সূচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। শী‘আদের আক্বীদা মতে আলী (রাঃ) ব্যতীত বাকী তিন খলীফা ছিলেন কাফির ও জাহান্নামী *(নাঊযুবিল্লাহ)*। খারেজীদের আক্বীদা মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আত তথা আহলেহাদীছের নিকট কবীরা গোনাহগার মুমিন কাফির নয় এবং তার রক্ত হালাল নয়। বরং সে ফাসেক’। একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মৃতের ন্যায় হলেও তাকে যেমন ‘প্রাণহীন’ মৃত বলা যায় না, তেমনি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে সাময়িকভাবে ঈমানের দীপ্তি স্তিমিত হয়ে গেলেও কোন মুমিনকে ঈমানহীন ‘কাফির’ বলা যায় না। ‘ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আত তো মূলতঃ এইসব কবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্যই হবে’।[২৭]

ছহীহ হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাখ্যা মতে আহলেহাদীছগণের আক্বীদাই সঠিক এবং সেকারণ বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের দৃষ্টিতে

---

২৫. মাওয়ার্দী, আল-আহকামুস সুলত্বানিয়াহ ১/৯৮ ‘বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ অনুচ্ছেদ; আকরাম যিয়া ‘উমারী, ‘আছরুল খিলাফাতির রাশেদাহ (মাকতাবা উবায়কান) ১/১৪২।

২৬. তিরমিযী হা/২৬৪১; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭; আহমাদ হা/১৬৯৭৯; মিশকাত হা/১৭১ ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫১।

২৭. আবুদাঊদ হা/৪৭৩৯; তিরমিযী হা/২৪৩৫, ২৪৪১; ইবনু মাজাহ হা/৪৩১০, ৪৩১৭; মিশকাত হা/৫৫৯৮, ৫৬০০ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায়।

কাফির নয়, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্র কোন বিধানকে বিশ্বাসগতভাবে অস্বীকার করে। একইভাবে তাদের জান-মাল ও ইযযত অন্যদের জন্য হালাল নয়। অথচ এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ তথা মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য পরিবেশ ক্রমেই ঘোলাটে করছে। অথচ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজসেবার মুখোশে এদেশের হাযার হাযার নাগরিককে অহরহ 'খ্রিষ্টান' বানাচ্ছে। হিন্দু নেতারা এদেশকে ভারতের দখলীভুক্ত করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। মুসলিম নামধারী ভারতপন্থী রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সেমিনারে বাংলাদেশের পৃথক রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব ও পৃথক সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব বিলীন করার পক্ষে যুক্তি (?) পেশ করছে। কিন্তু এসব ব্যাপারে এইসব নামধারী মুজাহিদদের (?) কোন মাথাব্যথা নেই। মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে।

খারেজীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

(تنبؤ الرسول صـــ حول الخارجين)

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ- صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (وَلَمْ يَقُلْ : مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَفِى رِوَايَةٍ : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنْ الْإِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, এই উম্মতের মধ্যে (তিনি বলেননি, মধ্য হ'তে। অর্থাৎ তারা মুসলিম নামেই থাকবে) এমন এক দল লোক বের হবে, তাদের ছালাতের সাথে তোমরা তোমাদের ছালাতকে হীন মনে করবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে,

‘তোমাদের যে কেউ তার নিজের ছালাতকে তাদের ছালাতের তুলনায় এবং নিজের ছিয়ামকে তাদের ছিয়ামের তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, ধনুক হ’তে তীর বেরিয়ে যাওয়ার ন্যায়। ...তারা মুসলমানদের হত্যা করবে ও মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি যদি তাদের পেতাম, তাহ‘লে অবশ্যই ‘আদ জাতির ন্যায় তাদের হত্যা করতাম’।[২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘ছামূদ জাতির ন্যায়’ *(বুখারী হা/৪৩৫১)*।

আলী (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, سَيَخْرُجُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِى قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘আখেরী যামানায় তরুণ বয়সী একদল বোকা লোক বের হবে, যারা পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর কথা বলবে। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা কুরআন তেলাওয়াত করবে। কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক হ’তে তীর বের হয়ে যায়। যখন তোমরা তাদের পাবে, তখন তাদের হত্যা করবে। কেননা এদের হত্যাকারীর জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ পুরস্কার রয়েছে’।[২৯] এই হত্যা সরকারী আদালতের মাধ্যমে হ’তে হবে *(ঐ, শরহ নববী, মর্মার্থ)*।

উল্লেখ্য যে, খারেজীদের বিরুদ্ধে বর্ণিত হাদীছের আধিক্য ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।[৩০]

---

২৮. বুখারী হা/৬৯৩১, ৩৬১০, ৭৪৩২; মুসলিম হা/১০৬৪; মিশকাত হা/৫৮৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৬৪২ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়।

২৯. মুসলিম হা/১০৬৬ (১৫৪) ‘যাকাত’ অধ্যায়-১২ ‘খারেজীদের হত্যা করায় উৎসাহ প্রদান’ অনুচ্ছেদ-৪৮; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৭৫ পৃ.।

৩০. শাত্বেবী, আল-ই‘তিছাম, তাহকীক : সালীম বিন ঈদ আল-হেলালী (সঊদী আরব : দার ইবনে আফফান ১৪১২/১৯৯২), ১/২৮ পৃ. টীকা-৩।

বলা আবশ্যক যে, এদের প্রথম যুগের নেতা বনু তামীম গোত্রের যুল-খুওয়াইছেরাহ নামক জনৈক ন্যাড়ামুণ্ড ঘন শ্মশ্রুধারী মুসলিম (?) ব্যক্তি ইয়ামন থেকে আলী (রাঃ) প্রেরিত গণীমতের মাল বণ্টনের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে إِعْدِلْ 'ইনছাফ কর' এবং اِتَّقِ اللهَ 'আল্লাহকে ভয় কর' - বলে উপদেশ দিয়েছিল *(বুখারী হা/৩৬১০, ৪৩৫১)*। এদেরই বিরাট একটি দলকে হযরত আলী (রাঃ) নাহরোয়ান যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। এদের লোকেরাই হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফির' অভিহিত করে আলী (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল এবং মু'আবিয়া (রাঃ) ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। 'জিহাদের' নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের দোসর দেশী-বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীদের থেকে জাতি সাবধান!

সরকারের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা (النشاطات السيئة خلاف الحكومة) :

দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য। কিন্তু কোনরূপ গুনাহের নির্দেশ মান্য করতে কোন মুসলমান বাধ্য নয়। কেননা 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোনরূপ আনুগত্য নেই'।[৩১] তবে অনুরূপ অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে, উপদেশ দিতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে এবং সংশোধনের সম্ভাব্য সকল পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যেমন উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ أَنكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا : أَفَلاَ نَقْتُلُهُمْ؟ قَالَ : لاَ مَا صَلَّوْا، لاَ مَا صَلَّوْا- وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟

৩১. لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৩৬ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায় ৭/২৫১ পৃ.।

‘তোমাদের মধ্যে অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা কি তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে’।[৩২]

‘আউফ বিন মালিক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ‘যতক্ষণ তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত কায়েম রাখে। অতঃপর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তখন তোমরা তার কার্যকে অপসন্দ কর; কিন্তু তাদের থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না’।[৩৩]

এক্ষণে যদি সরকার প্রকাশ্যে কুফরী করে, তাহ’লে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে কি-না, এ বিষয়ে দু’টি পথ রয়েছে। (১) যদি শাসক পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চিত বাস্তবতা থাকে, তাহ’লে সেটা করা যাবে। (২) যদি এর ফলে সমাজে অধিক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টির আশংকা থাকে, তাহ’লে ছবর করতে হবে ও যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত পন্থায় সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে, যতদিন না তার চাইতে উত্তম কোন বিকল্প সামনে আসে। এর দ্বারাই একজন মুমিন আল্লাহ্র নিকট থেকে দায়মুক্ত হ’তে পারবেন। কিন্তু যদি তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ না করেন, সরকারকে উপদেশ না দেন, বরং অন্যায়ে খুশী হন ও তা মেনে নেন, তাহ’লে তিনি গোনাহগার হবেন ও আল্লাহ্র নিকটে নিশ্চিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন। মূলতঃ এটাই হ’ল ‘নাহি ‘আনিল মুনকার’-এর দায়িত্ব পালন। যদি কেউ ঝামেলা ও ঝগড়ার অজুহাত দেখিয়ে একাজ থেকে দূরে থাকেন, তবে তিনি কুরআনী নির্দেশের বিরোধিতা করার দায়ে আল্লাহ্র নিকটে কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন।

---

৩২. শারহুস সুন্নাহ হা/২৪৫৯; মুসলিম হা/১৮৫৪; তিরমিযী হা/২২৬৫; মিশকাত হা/৩৬৭১, ‘নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা’ অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ‘নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা’ অধ্যায় হা/১১, ৭/২৩৩ পৃ.।

৩৩. মুসলিম হা/১৮৫৫; মিশকাত হা/৩৬৭০ ‘নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা’ অধ্যায়।

শাসক বা সরকারকে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার সাথে সাথে তার কল্যাণের জন্য সর্বদা আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতে হবে। কেননা শাসকের জন্য হেদায়াতের দো'আ করা সর্বোত্তম ইবাদত ও নেকীর কাজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। দাউস গোত্রের শাসক হাবীব বিন 'আমর যখন বললেন যে, 'আমি জানি একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু তিনি কে আমি জানি না'। তখন উক্ত গোত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর নিযুক্ত দাঈ তুফায়েল বিন 'আমর দাউসী (রাঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ وَعَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! দাউস গোত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা নাফরমান হয়েছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। অতএব আপনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দো'আ করুন'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জন্য কল্যাণের দো'আ করে বললেন, اَللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ 'হে আল্লাহ! তুমি দাউস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনো'। পরে দেখা গেল যে, ৭ম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের সময় তুফায়েল বিন 'আমর (রাঃ) স্বীয় গোত্রের ৭০/৮০ টি পরিবার নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে হাযির হ'লেন। যাদের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু হুরায়রা দাউসী (রাঃ)। যদি সেদিন দাউস গোত্র বদ দো'আয় ধ্বংস হয়ে যেত, তাহ'লে মুসলিম উম্মাহ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর মত একজন শ্রেষ্ঠ হাদীছজ্ঞ মহান ছাহাবীর অমূল্য খিদমত হ'তে বঞ্চিত হ'ত।[৩৪]

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। পৃথিবীর প্রতিটি জনবসতিতে ইসলাম প্রবেশ করবে।[৩৫] ধনীর সুউচ্চ প্রাসাদে ও বস্তীবাসীর পর্ণকুটিরে ইসলামের প্রবেশাধিকার থাকবে বাধাহীন গতিতে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল হকপন্থী মুমিন মানুষকে খালেছ তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যাবেন *(মুসলিম হা/১৯২০)*। যদিও তাদের সংখ্যা কম হবে। অবশেষে ইমাম মাহদীর আগমনের ফলে ও ঈসা (আঃ)-এর অবতরণকালে পৃথিবীর কোথাও

---

৩৪. ছহীহ বুখারী (দিল্লী ছাপা : ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.) ২/৬৩০ পৃ. টীকা-১১ 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায় 'দাউস ও তুফায়েল বিন 'আমর দাউসীর ঘটনা' অনুচ্ছেদ; আহমাদ আল-ক্বাসত্বালানী (৮৫১-৯২৩), আল-মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াহ (মিসরী ছাপা : মাকতাবা তাওফীক্বিয়াহ, তাবি) ১/৫৮৭।

৩৫. আহমাদ হা/২৩৮৬৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৭০১; মিশকাত হা/৪২।

'ইসলাম' ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ইসলামের এই অগ্রযাত্রা তার রাষ্ট্রীয় শক্তির বলে হবে না, বরং এটা হবে তার নিখাদ তাওহীদী দাওয়াতের কারণে। মানবরচিত বিধানসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জর্জরিত ও নিষ্পিষ্ট মানবতার ক্ষুব্ধ উত্থানের কারণে এবং আল্লাহ্র বিধানের প্রতি বান্দার চিরন্তন আনুগত্যশীল হৃদয়ের চৌম্বিক আকর্ষণের কারণে। যতদিন পৃথিবীতে একজন তাওহীদবাদী হকপন্থী মুমিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন ক্বিয়ামত হবে না। পৃথিবীর তাবৎ ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও শক্তিবলয়ের চাইতে একজন তাওহীদবাদী মুমিনের মর্যাদা আল্লাহ্র নিকটে অনেক বেশী। যার সম্মানে আল্লাহ পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখবেন'।[৩৬] *সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী*।

অতএব যে ধরনের রাষ্ট্রেই বসবাস করি না কেন, প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হ'ল জনগণের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছানো। একজন পথভোলা মানুষের আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

'আল্লাহ্র কসম! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটা তোমার জন্য সর্বোত্তম লাল উটের চাইতেও উত্তম হবে'।[৩৭]

ভারতে মুসলমানেরা সাড়ে ছয়শো বছর রাজত্ব করেছে। বাংলাদেশে ইংরেজরা ১৯০ বছর রাজত্ব করেছে। কিন্তু আক্বীদা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তা খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অতএব রাষ্ট্রশক্তির জোরে নয়, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে তার অন্তর্নিহিত আদর্শিক শক্তির জোরে। তবে আল্লাহ্র বিধান সমূহের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তি অর্জনের যেকোন বৈধ প্রচেষ্টা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে অবশ্য কর্তব্য। তখন সেই ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে তাওহীদের প্রচার-প্রসার ও তার যথার্থ বাস্তবায়ন। মূলতঃ তাওহীদের উপকারিতা ও শিরকের অপকারিতা তুলে ধরাই ইসলামী সরকার ও মুসলিম

৩৬. মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬।
৩৭. বুখারী হা/৩০০৯; মুসলিম হা/২৪০৬; মিশকাত হা/৬০৮০ 'মানাক্বিব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১।

উম্মাহ্র প্রধান কর্তব্য। এই দায়িত্ব জামা'আতবদ্ধভাবে পালন করার প্রতিই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

বর্তমান যুগে যারা চরমপন্থী এবং দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী, তারা বুলেট হৌক কিংবা ব্যালট হৌক যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর থাকেন। আদর্শের বা নীতি-নৈতিকতার কথা এখন তাদের মুখে আর তেমন শোনা যায় না। পরস্পরের বিরুদ্ধে নোংরা গালি-গালাজ, গীবত-তোহমত, ক্যাডারবাজি, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, বোমাবাজি, হরতাল-ধর্মঘট, গাড়ী ভাংচুর ও লুটতরাজ, সর্বত্র নেতৃত্ব দখল ও দলীয়করণ এগুলিই এখন রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যেকোন মূল্যে ক্ষমতা পেতেই হবে। এমনকি 'ক্ষমতা হাতে না পেলে দ্বীন কায়েম হবে না' এমন একটা উন্মত্ত চেতনা কিছু লোককে সর্বদা তাড়িয়ে ফিরছে। অথচ বাস্তবে দেখা গেছে যে, এইসব ইসলামী নেতারা যখনই ক্ষমতার একটু স্বাদ পেয়েছেন, তখনই তাদের ইসলামী জোশ উবে গেছে। দেশে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহকে তারা 'দেশাচার'-এর নামে নির্বিবাদে হযম করে নিচ্ছেন। এমনকি হালাল-হারামের মত মৌলিক বিষয়গুলিতেও তাঁদের কোনরূপ উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায় না। বহু কথিত দ্বীন কায়েমের অর্থ কি তাহ'লে নিজের বা নিজ দলের জন্য দু'একটা এম.পি. বা মন্ত্রীত্বের চেয়ার কায়েম করা? কিংবা দলীয় লোকদের সরকারী চাকুরী বা টেণ্ডার ও কন্ট্রাক্টরীর ব্যবস্থা করা? বর্তমানের বাংলাদেশী বাস্তবতা আমাদের তো সেকথাই বলে দেয়।

দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যার গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে এভাবে বহু লোক পথ হারিয়েছে। বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘর-বাড়ী এমনকি লেখা-পড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখা-পড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখা-পড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি! ইহূদী-খ্রিষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক- এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়? কিন্তু এইসব তরুণদের বুঝাবে কে? ওরা তো এখন জিহাদ ও জান্নাতের জন্য পাগল!

তাদের জিহাদ কাদের বিরুদ্ধে?... তবে এটা সব সময় শোনা যায় তাদের টার্গেট হ'ল অমুক 'আহলেহাদীছ' নেতা। কারণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতারাই কেবল ওদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। জনগণকে ওদের নেপথ্য নায়কদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেন। ওদের বিদেশী অর্থ ও অস্ত্রের যোগানদারদের সম্পর্কে সাবধান করে থাকেন।[৩৮]

মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা দিয়ে এবং তাক্বদীর ও তাবলীগের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যেমন হাযার হাযার মুসলমানকে নিষ্ক্রিয় করে পথে পথে চিল্লায় ঘুরানো হচ্ছে, দ্বীন কায়েমের নামে যেমন অসংখ্য মানুষকে অনৈসলামী রাজনীতির নোংরা ড্রেনে হাবুডুবু খাওয়ানো হচ্ছে, মা'রেফাতের নামে কাশ্ফ ও ইলহামের মায়া-মরীচিকায় যেমন অসংখ্য লোককে খানক্বাহ ও কবরপূজায় বন্দী করে ফেলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেমন মুসলমানদের হাত দিয়েই ইসলামকে জাতীয় সংসদ থেকে বের করে মসজিদে বন্দী করা হয়েছে, তেমনি সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোঁকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও!

উপসংহার (الخاتمة) :

পরিশেষে বলব যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিই দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। নিজের এবং নিবেদিতপ্রাণ কিছু সাথীর দিন-রাত নিরন্তর দাওয়াত ও আপোষহীন জিহাদী তৎপরতার মাধ্যমেই তিনি জাহেলী আরবের শিরকী সমাজে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুগে যুগে সেপথেই তাওহীদ কায়েম হয়েছে, ইনশাআল্লাহ আজও হবে। দাওয়াতের জন্য একক ব্যক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু জিহাদের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য, যাকে 'সংগঠন' বলা হয়। আর সেখানে গিয়েই আল্লাহ্র রাসূল

---

৩৮. এর বাস্তবতা আমরা দেখেছি ২০০৫ সালে। যখন আদর্শিক মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাসীন মডারেট ইসলামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী বড় দলটির ঘাড়ে চেপে নিজেদের লালিত জঙ্গীদের আড়াল করার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর সহ অন্যদেরকে 'গিনিপিগ' বানিয়েছিল এবং তাদের উপর বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল চরম মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। ফলে সংগঠনের আমীরকে ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন ঢাকা সহ দেশের ৭টি কারাগারে হাজত বাস করতে হয় এবং মামলা চালাতে হয় ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন *(বিস্তারিত দেখুন : জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা ৩৫-৩৬ পৃ.)*।

(ছাঃ) জান্নাতের বিনিময়ে তাঁর অনুসারীদের নিকট থেকে বায়‘আত ও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপনের এবং আমীরের আদেশ শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।[৩৯] এমনকি কোন নির্জন ভূমিতে তিনজন মুসলমান থাকলেও একজনকে ‘আমীর’ মেনে নিয়ে তাঁর আদেশ মতে সুশৃংখলভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪০] আজও যদি কেউ আন্তরিকভাবে দ্বীন কায়েম করতে চান, তবে তাকে ঐ পদ্ধতি ধরেই এগোতে হবে, যে পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়েছিলেন। চাই তিনি বাংলাদেশে বসবাস করুন, চাই ভিনদেশে বসবাস করুন। সর্বাগ্রে তাকে নিজের ব্যক্তি জীবনে ও পারিবারিক জীবনে দ্বীন কায়েম করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন কায়েমের জন্য যেকোন ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা যাবে। কিন্তু ‘তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হ’ল ‘সশস্ত্র সংগ্রাম’ ‘ইসলামী হুকূমত কায়েম করাটাই হ’ল ইক্বামতে দ্বীন ও সবচেয়ে বড় ইবাদত’ ‘রাষ্ট্র কায়েম না করতে পারলে পূর্ণ মুমিন হওয়া যাবে না’, এই সব ধারণাই হ’ল চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার অনুরূপ। যা আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা‘আত আহলেহাদীছের আক্বীদা বহির্ভূত। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথের হেদায়াত দান করুন- আমীন!

*****

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

‘যদি তুমি মুহাম্মাদের অনুসারী হও, তবে আমি হব তোমার

এই পৃথিবী কোন বিষয় নয়, লওহ-কলম সবই তোমার’

(অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, যদি তুমি মুহাম্মাদের পূর্ণ অনুসারী হও, তবে তুমি কেবল এই পৃথিবীর মালিক নও, বরং তোমার তাক্বদীরের মালিক হবে)।- *ইকবাল, জওয়াবে শিকওয়াহ*।

৩৯. আহমাদ হা/১৭২০৯; তিরমিযী হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৩৬৯৪।

৪০. আবুদাঊদ হা/২৬০৮; আহমাদ হা/৬৬৪৭; মিশকাত হা/৩৯১১; ছহীহাহ হা/১৩২২।

ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি- এক নযরে

(إقامة الدين : طريقها و أسلوبها فى لمحة)

(১) দ্বীন কায়েম হয় মূলতঃ ব্যক্তির আক্বীদা ও আমলে। সমাজে ও রাষ্ট্রে দ্বীন কায়েম হওয়ার সাথে এটি শর্তযুক্ত নয়। তবে তা নিঃসন্দেহে সহায়ক ও পরিপূরক। আর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপরে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা তার ঈমানী দায়িত্ব।

(২) দ্বীন কায়েমের একমাত্র লক্ষ্য হবে 'জান্নাত'। অন্য কিছু নয়। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হ'লেও সেটি হবে তার দাওয়াতের দুনিয়াবী পুরস্কার অথবা পরীক্ষা।

(৩) দ্বীন কায়েমের জন্য একক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। বরং সমবেত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। যাকে 'সংগঠন' বলা হয়।

(৪) ইসলামী সংগঠন বা জামা'আত-এর জন্য প্রয়োজন হ'ল আমীর, মামূর, বায়'আত ও এত্বা'আত' অর্থাৎ ঈমানদার নেতা, কর্মী, অঙ্গীকার ও আনুগত্য।

(৫) শান্তির সময়ে কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিই সমাজে দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি। এর বাইরে কোন কিছুই গ্রহণীয় নয়।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

إليك، اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

*****

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১. আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=) **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=) **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=) **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=) **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=) **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/= **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=) **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=) **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=) **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=) **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=) **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=) **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=) **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=) **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১৫/=) **২২.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ (১০/=) **২৩.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=) **২৪.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=) **২৫.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় (১০/=) **২৬.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=) **২৭.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=) **২৮.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=) **২৯.** তালাক ও তাহলীল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩০.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=) **৩১.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=) **৩২.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=) **৩৩.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=) **৩৪.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনুঃ (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=) **৩৫.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনুঃ (আরবী) -শায়খ আলবানী (১৫/=)।

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী ১. আক্বীদায়ে মুহাম্মাদী, ৫ম প্রকাশ (১০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন ১. সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ১. সূদ (২৫/=) **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ১. একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো‘আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=) **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=) **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=) **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনুঃ (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনুঃ (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=) **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনুঃ (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=) **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৪.** মুনাফিকী, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২৫/=) **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনুঃ -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (২০/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=) **২.** শারঈ ইমারত, অনুঃ (উর্দূ) ২০/=।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=) **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনুঃ (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১. জাগরণী (২৫/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=) **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=) **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ১৫/= **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো‘আ সমূহ (ঐ) ৪০/=।

প্রচার বিভাগ : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ১. জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর ভূমিকা (২৫/=)। **এছাড়াও রয়েছে প্রচারপত্র সমূহ।**